সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়ন, সমাজবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র, কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি। গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা ভারাক্রান্ত হবে না।

● **গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্মসূচি ঃ**

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার অন্তর্গত মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজগুলির অনুমোদন দান, (২) সম্পূর্ণ আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, (৩) গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প এবং অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পাঠক্রম রচনা করা (৪) গ্রাম্য জীবনের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করা হবে। (৫) গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিদের সাহায্যে গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করা। কমিশন উপলব্ধি করেছেন যে, বুনিয়াদি শিক্ষার পাঠ্যসূচি সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করতে পারলে, গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোকে সার্থক করে তোলা সহজ হবে। আর এই প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আর্থিক ব্যয়ভারও লাঘব হবে।

● **অর্থ ঃ**

গ্রামীণ শিক্ষা-পরিকল্পনাকে রূপ দিতে যে অর্থের প্রয়োজন, সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠবে। মাধ্যমিক ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্র স্বাধীন ভারতে সম্প্রসারিত হবেই। কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি সুসংগঠিত গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবে। উপযুক্ত শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। ভবিষ্যৎ ভারতের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র সরকারকে শিক্ষাখাতে বাজেটে ব্যয় বাড়াতে হবে, তার সঙ্গে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করতে হবে।

কিন্তু গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ খণ্ডিত করে Rural Higher Education Committee গ্রামীণ উচ্চশিক্ষার জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গড়ার প্রস্তাব করেন। ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় উপদেষ্টা চরিত্রের National Council of Rural Higher Education। এই কাউন্সিল গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বদলে কয়েকটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে Rural Institute প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। সেইভাবে সারা ভারতে ১৪টি ইন্সটিটিউট স্থাপিত হয়। ওই রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয় যে, গ্রামীণ অর্থনীতি, সমবায়, গ্রামীণ সমাজতত্ত্ব এবং সমষ্টি উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে এইসব প্রতিষ্ঠান স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং উপাধি দেবে। কিন্তু বাস্তবে প্রচলন করা হয়েছে গ্রামীণ বিজ্ঞানের ৩ বছরের এবং গ্রামীণ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স, ২ বছরের কৃষি বিজ্ঞান, ১ বছরের স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কোর্স ইত্যাদি। অনেক কষ্টে এইসব উপাধির কোনো কোনোটি কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছে। এই ব্যবস্থায় রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সুপারিশের রূপায়ণ হয়নি। আধুনিক এবং যান্ত্রিক কৃষি শিক্ষাও হয়নি।

Scanned by CamSc
Scanned with CamScanner

গবেষণার জন্য সাহায্য। কমিশনের সুপারিশসমূহ কার্যকর করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে।

▸ *বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন* ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়কেই নিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়করূপে কাজ করবে না। এখানে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য থাকবেন পরিদর্শক, আচার্য, উপাচার্য, সিনেট বা কোর্ট, সিন্ডিকেট বা একজিকিউটিভ কাউন্সিল, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, ফ্যাকালটিজ, বোর্ড অফ স্টাডিজ, ফিনান্স কমিটি, সিলেকশন কমিটি।

▸ *ব্যয়নির্বাহ* ঃ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশন সুপারিশ করেন যে, সরকারকেই ব্যয়ভার বহন করতে হবে। বেসরকারি কলেজগুলিকে সরকারি কলেজের সমান অর্থ সাহায্য করতে হবে।

● **গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় (Rural University) ঃ**

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্টে একটি বিশেষ দিক ছিল—গ্রামীণ শিক্ষা সম্বন্ধে একটি নতুন চেতনা। ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক জীবনে গ্রামের গুরুত্ব দেখিয়ে কমিশন বলেন যে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা গ্রামজীবনের সঙ্গে আদৌ সম্পৃক্ত নয়। কমিশন মনে করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির মাধ্যমে আমাদের দেশে যে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তা কেবলমাত্র শহরাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থরক্ষা করতে পারে এবং সমাজের বিশেষ এক শ্রেণির বিত্তবান মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারে। অন্যদিকে পল্লিময় ভারতের সামগ্রিক উন্নতি করতে হলে সর্বাগ্রে পল্লি উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিয়ে গ্রামগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে। এজন্য গ্রামাঞ্চলে উচ্চশিক্ষার বিস্তার একান্তভাবে প্রয়োজন। গ্রামে কোনো সুযোগসুবিধা না থাকাতে, উচ্চশিক্ষার জন্য গ্রামের মানুষ শহরে এসে ভিড় করে। ফলে কর্মক্ষম তরুণ-তরুণীদের হারিয়ে গ্রামগুলি নিঃস্ব হয়ে উঠেছে। গ্রামের মানুষ যাতে গ্রামে বসবাস করতে করতেই নিম্নস্তরের শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা পেতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন। এই পরিকল্পনার বিষয়ে ডেনমার্কের গণকলেজের ভাবধারা এবং গান্ধিজির বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনার দ্বারা কমিশন প্রভাবিত হন। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় নিম্ন-বুনিয়াদি, উচ্চ-বুনিয়াদি এবং উত্তর-বুনিয়াদি শিক্ষার প্রস্তাব ছিল। কমিশন এই পরিকল্পনারই আরও ব্যাপক রূপ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত একটি সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে উত্তর-বুনিয়াদি বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়রূপে গ্রহণ করা হয়। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে পরিবেশকেন্দ্রিক, কর্মকেন্দ্রিক, স্থানীয় জীবনকেন্দ্রিক ও ব্যাবহারিক উৎপাদনী শিক্ষা। কয়েকটি স্কুলকে কেন্দ্র করে থাকবে এক একটি গ্রামীণ কলেজে সাধারণ উচ্চশিক্ষার পাঠক্রম এবং গ্রাম্য

Scanned by CamScan
Scanned with CamScanner

জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষ শিক্ষা। কয়েকটি কলেজকে কেন্দ্র করে থাকবে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়।

● **গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন ঃ**

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক রূপটি নিম্নরূপ—

প্রাথমিক স্তরে ৮ বছরের বুনিয়াদি শিক্ষা।

পরবর্তী ৩ বছর কলেজীয় শিক্ষা।

সবশেষে দু-বছর উত্তর-কলেজীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। সমস্ত স্তরেই শিক্ষা হবে গ্রামকেন্দ্রিক এবং সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকেন্দ্রিক।

প্রাথমিক স্তর ঃ কমিশন নতুন করে প্রাথমিক স্তর সম্পর্কে আলোচনা করেননি। কারণ ইতিপূর্বেই বুনিয়াদি শিক্ষার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

মাধ্যমিক স্তর ঃ কমিশন মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে আবাসিক করার কথা বলেছেন এবং প্রত্যেকটি মাধ্যমিক স্কুলকে কেন্দ্র করে যাতে একটি আদর্শ পল্লি গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। এই ধরনের গ্রামের পরিকল্পনা ও সংগঠনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা আধুনিক উন্নত ধরনের গ্রাম গঠনের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে এবং আদর্শ জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হবে।

আবাসিক বিদ্যালয়ের জন্য ৩০-৬০ একর জমি নির্দিষ্ট থাকবে। এর মধ্যে বিদ্যালয় গৃহ, শিক্ষকদের বাসগৃহ, খেলার মাঠ, কর্মশালা, কৃষিক্ষেত্র, পশুচারণ ক্ষেত্র, ছাত্রাবাস ইত্যাদি থাকবে।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫০ জনের বেশি হবে না।

শতকরা ৫০ ভাগ আলোচনা হবে তাত্ত্বিক এবং বাকি ৫০ ভাগ হবে হাতেকলমে শিক্ষা।

বিদ্যালয় এলাকাটি একটি আদর্শ পল্লির মতো পরিকল্পিত হবে।

● **কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তর ঃ**

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা শেষ হলে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হবে গ্রামীণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য হবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি আবাসিক স্নাতক স্তরের কলেজের কেন্দ্রে থাকবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুবিধ বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে যার সঙ্গে গ্রামের যোগসূত্র আছে।

গ্রামীণ কলেজীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পাঠক্রমে বৌদ্ধিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সার্থক সমন্বয় ঘটাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গ্রামীণ শিল্প, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার সুযোগ থাকবে। পাঠক্রমের প্রধান বিষয়গুলি হবে দর্শন, ভাষা,

Scanned with CamScanner